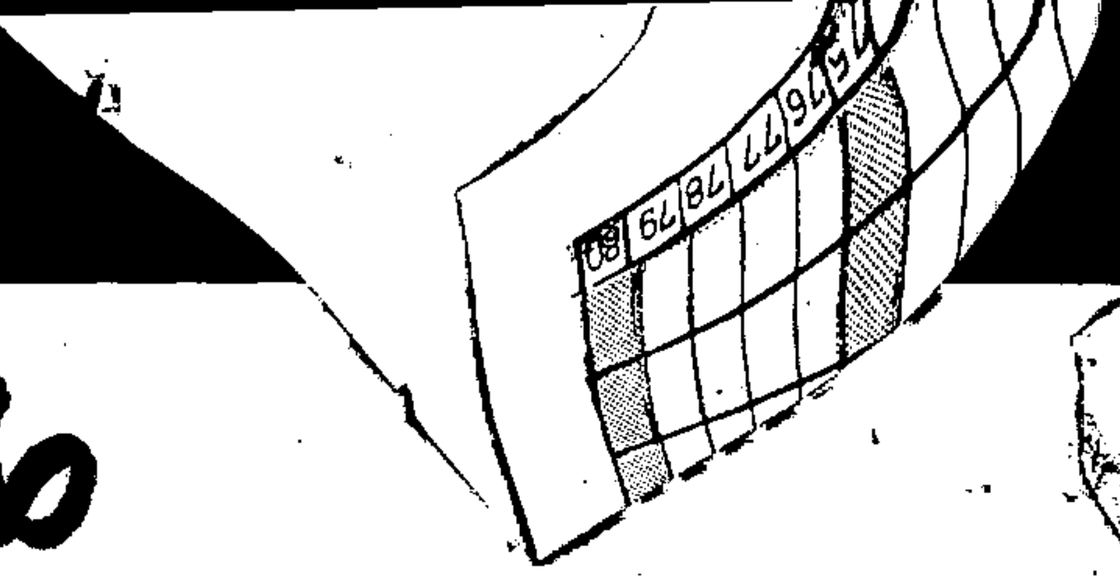

106

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 02 JUN 1994
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে আরবী সাহিত্য

আমরা কিছুদিন আগে "ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের" ১৯৯৩-৯৪ সেশনের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত স্নাতক সম্মান শ্রেণীর নতুন সিলেবাস পাই। এই নতুন সিলেবাসে আমরা অনেক পরিবর্তন দেখতে পাই। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "আরবী সাহিত্য"। এই নতুন সিলেবাসে ১৯৯৩-৯৪ সেশনের শিক্ষার্থীদের জন্য "আরবী সাহিত্য" বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী স্টাডিজ বিভাগে "আরবী সাহিত্য"-কে বাধ্যতামূলক করেনি, সেখানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি করে "আরবী সাহিত্য"-কে বাধ্যতামূলক করে তা আমাদের বোধগম্য নয়। "আরবী সাহিত্য"-কে বাধ্যতামূলক করার কারণে যে সকল ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাস করে ইসলামী স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়েছে বা ভবিষ্যতে ভর্তি হবে তাদের জন্য "আরবী সাহিত্য" অধ্যয়ন করা খুবই কষ্টকর ও অসম্ভব। উল্লেখ্য, গত বছরের সিলেবাসে "আরবী সাহিত্য" ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরও উল্লেখ্য যে, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে শুধুমাত্র মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করে না, সেখানে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরাও অধ্যয়ন করে থাকে। এমতাবস্থায় "আরবী সাহিত্য" বিষয়টিকে বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার যুক্তিসংগত কি কারণ থাকতে পারে?

—এসএম ফয়জুল হক (জুয়েল),
ইসলামীক স্টাডিজ বিভাগ
১ম বর্ষ (সম্মান)
কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা।